পলিসি ব্রিফ
১০৫/ ২০২১
এপ্রিল ২০২১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: ঘূর্ণিঝড় আমফানসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

ভূমিকা

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবনাক্ততা, বন্যা এবং নদী ভাঙনে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ এবং চরাঞ্চলে ৬৫ লক্ষ মানুষ মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। ঘূর্ণিঝড় আমফানসহ সাম্প্রতিক দুর্যোগে উপকূলে বসবাসকারী প্রায় ২ কোটি ৯৫ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়, মোট ৩৭৫৭ জন মৃত্যুবরণ করে এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, গাছ ও সরকারি অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। লক্ষণীয় যে সাম্প্রতিককালে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ বৃদ্ধি পেলেও সাড়া প্রদান, দুর্যোগ সহনীয় অবকাঠামো বিশেষকরে উপকূলীয় বেড়িবাঁধ নির্মাণ এবং তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতির কারণে কম প্রবল দুর্যোগেও সম্পদ ও অবকাঠামোগত ক্ষয়-ক্ষতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে টিআইবি আমফানসহ পূর্বে সংঘটিত ৪টি দুর্যোগ- ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), রোয়ানু (২০১৬) ও বন্যা (২০১৯) মোকাবেলায় সরকার গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের অগ্রগতি ও ঘাটতিসমূহ সামষ্টিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করে ''দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: ঘূর্ণিঝড় আমফানসহ সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে যা ২০২০ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হয়েছে।[১]

এ গবেষণায় বিভিন্ন সময়ে দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রমে সুশাসনের বিদ্যমান প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, জাতীয় আইন, নীতি এবং আদেশাবলী প্রতিপালনে কার্যকর উদ্যোগে ঘাটতি, প্রচার পদ্ধতি আধুনিকায়ন না করার পাশাপাশি সতর্কবার্তা প্রচারে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ে ঘাটতির কারণে কেন্দ্রিয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে বিভ্রান্তিকর দুর্যোগ সংক্রান্ত জরুরি সতর্কবার্তা প্রচারের ফলে প্রাণহানি এবং ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি। তাছাড়াও দুর্যোগে প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতি, সুবিধাভোগীর তালিকা, ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে প্রকাশ না করা; ত্রাণ বরাদ্দ, বিতরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অনিয়ম; এবং কার্যকর তদারকি ও অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতিসহ সুশাসনের বিবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এছাড়াও দুর্যোগের পূর্বে ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো (বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) চিহ্নিত ও মেরামত করা এবং ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যকরতায় ঘাটতিসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে আরও দেখা যায়, জনসংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ না করা, জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় ঘাটতি, জরুরি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটেশনসহ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে ঘাটতি, প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা কার্যকর দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এছাড়া স্থানীয়ভাবে ত্রাণ মজুদ, যথাযথভাবে ত্রাণের চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণসহ সাড়াদান কার্যক্রমে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক বিশেষকরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সমন্বয়ে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো যেমন আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ, রাস্তা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতার অপব্যবহার সহ নানাবিধ আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

এই চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের পাশাপাশি কার্যকরভাবে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির পরিমাণ হ্রাস করাসহ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য টিআইবি এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ এই গবেষণার সুপারিশের আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে টিআইবি আশা করছে।

[১] গবেষণা সংক্রান্ত সব নথির জন্য দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6226-2020-12-24-04-14-15

প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ:

করণীয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. বিদ্যমান সতর্কবার্তা প্রদান পদ্ধতি হালনাগাদ করে সাধারণ জনগণের বোধগম্য ভাষায় প্রচার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এড়াতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে সতর্কতার সাথে সতর্কবার্তা প্রচার করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২. অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে সে এলাকাসমূহে যথাসময়ে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদান করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩. অধিকতর বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম
৫. আপদকালীন পরিস্থিতি ও দুর্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক দল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণে দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
৬. নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্বলিত এবং এলাকা ভিত্তিক পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নিশ্চিত করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
৭. আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও জরুরি চিকিৎসা সেবার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং তা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৮. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন দুর্যোগ সহনশীল এবং টেকসই অবকাঠামো যেমন আশ্রয়কেন্দ্র, বাঁধ ও পোল্ডার নির্মাণ, সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড
৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতাসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং অপচয় বন্ধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড
১০. প্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির স্বচ্ছ তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।	